স্ব ল্প ক থা

কবির নিজস্ব নোটবই, এলোমেলো পৃষ্ঠা বা ছেঁড়া চিরকুট— যা আসলে তাঁর নিজের সঙ্গে একান্ত সংলাপ— পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়াটা কি জরুরি? হ্যাঁ, জরুরি, বিশেষত জীবনানন্দ দাশের মতো, নিজের ভিতরে গুটিয়ে থাকা এক নিভৃতচারী কবির ক্ষেত্রে তো খুবই জরুরি। তাঁর শেষ জীবনের এই খাতাগুলি হাতে না এলে আমরা বুঝতেই পারতাম না কেন আপদনখশির একজন কবি জীবনের শেষ পর্বে কোনো কবিতা প্রায় লেখেনই না, কেনই বা তাঁর কলম থেকে জন্ম নেয় 'জলপাইহাটি'-র মতো বিষণ্ণ এক উপন্যাস। অবিচ্ছিন্নভাবে অস্থির, প্রতিদিন আরেকটু ক্ষয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া যে জীবনানন্দ আমাদের সামনে উঠে আসেন এই শেষ খাতার মলিন পৃষ্ঠায়, তা শুধু মর্মান্তিকই নয়, জীবনানন্দকে ফিরে পাঠ করতে তা আমাদের সহায়ক হয়ে ওঠে। বিশেষত জীবনানন্দের প্রায়-অনাবিষ্কৃত গদ্যভুবনকে পুরোপুরি বুঝে ওঠার ক্ষেত্রে তো বটেই।

এই খাতাটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল প্রতিক্ষণ প্রকাশিত, ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত 'শেষ ছ'বছর' সংকলনে, ১৯৪৮ থেকে ৫৪ অবধি আটটি খাতার শেষ খাতা হিসাবে। এই আটটি খাতার মধ্যে দু'টির পাঠোদ্ধার ও পাঠনির্দেশ করে উঠেছিলেন ভূমেন্দ্র গুহ, ১৯৪৮ আর ১৯৫৪-র। দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ মৃত্যুবছরের শেষ খাতাটি, তাঁর তৈরি নোট ও পাঠনির্দেশসহ একক বই হিসাবে এই প্রথম সুধী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করলাম আমরা।

আমরা নিশ্চিত জানি, ভূমেন্দ্র গুহ থাকলে এই প্রকাশনাটির জন্যও আলাদা করে একটি ভূমিকা লিখতেন। 'শেষ ছ'বছর' সংকলনের জন্য লেখা তাঁর ভূমিকাটিই এখানে অবিকল রইল। পাঠক পড়লেই বুঝবেন, একক বইটির প্রাক্‌কথা হিসাবেও কেন তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

প্রতিক্ষণ
জানুয়ারি, ২০২২

পাণ্ডুলিপি

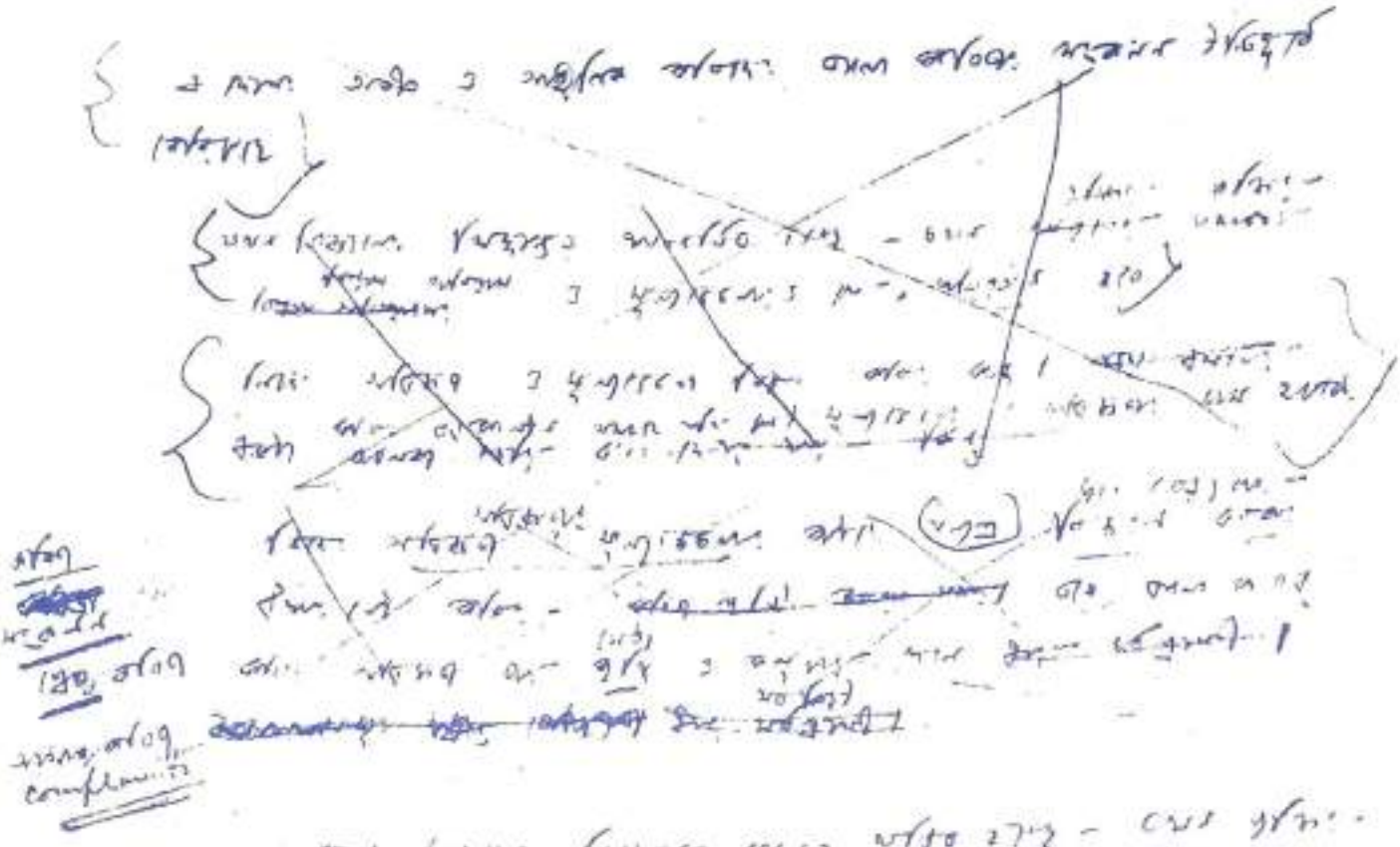

[illegible]

21. 2. 54

- Letters to Ahmed Hossain, Surajit – [illegible] ...
- Humayun Kabir : [illegible]
- [illegible] poems.
- Preface for [illegible] & Selected Selections of poems
- Readers' Digest?
- Sulekha Special – Blades – pencil – Newspapers – that [illegible]
- Lesson preparing

S. K. [illegible]

[illegible]

Sj K. P. Samajdhar,
Vice President
Beleghata Chhatra Sansad
88/1 Raja Rajendralal Mitra Road
Calcutta 10

পাণ্ডুলিপি পাঠসহায়ক

পৃ. ১ : তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা বইটার ভূমিকা লিখতে শুরু করেছিলেন, কেটে দিয়েছেন।

...

২১.২.৫৪: করণীয় কর্মের তালিকা - করবেন: আহমেদ হোসেন'কে, সুরজিৎ দাশগুপ্ত'কে, ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স'কে চিঠি লেখা; হুমায়ুন কবির'কে চিঠির খসড়া; আনন্দবাজার পত্রিকার দোল-সংখ্যার জন্য কবিতা বাছাই; আরও কয়েকটি কবিতা বেছে রাখা; শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকা লেখা; (তখন হাওড়া গার্লস কলেজ এর ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হতে পেরেছিলেন গোপালচন্দ্র রায়'এর সঙ্গে বন্ধুত্বের বদান্যতায়) ক্লাসের 'লেসন' তৈরি।

কিনবেন: 'সুলেখা স্পেশাল' ঝরনা-কলমের কালি, ব্লেড, পেনসিল, খবরের কাগজ—'সেই' সংখ্যা দেশ; রীডার্স ডাইজেস্ট কিনবেন কি অথবা পড়বেন কি?

পৃ. ২ : দেয়াল ঘড়িতে দম দেওয়ার তারিখ ও সময় ২০.২.৫৪: বিকেল ৬টা; ৪.৩.৫৪ বৃহস্পতিবার ঐ (বিকেল ৬টা)

ঠিকানা: Dr. Niharranjan Roy
Adviser on Cultural Affairs
Barma Govt
Post Box 1377
Rangoon

এবং

দু জন ভদ্রলোকের, যাঁরা যথাক্রমে শিবপুর, হাওড়া'র ও খুরুট, হাওড়া'র মানুষ (তাঁর ইনসিওরেন্স এজেন্সি'র কাজের সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট?)

পৃ. ৩-৬ : জীবনানন্দ দাশ' এর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইটার ভূমিকার খসড়া

...

আহমেদ হোসেন'কে লেখা চিঠি: তাঁদের আয়োজিত 'সাংস্কৃতিক সম্মেলন'এ যোগ দিতে পারছেন না বলে দুঃখিত।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত'কে লেখা চিঠি: শরীর-টরির ভালো আছে তো? তাঁর শরীর ভালো নেই। 'এবং এ-বাড়ির সমস্যারও কোনও মীমাংসা হল না।' [ইনসিওরেন্স'এর কর্তাদের এক প্রিয়পাত্রী, অতএব

ক্ষমতাময়ী, নাচিয়ে-গাইয়ে মহিলাকে তিনি তাঁর একতলার ফ্ল্যাট-বাড়ির একটা অংশ সাবলেট করেছিলেন, বাড়িতে হৈ-হুল্লোড় ক'রে ও ভাড়া নিয়ে অশান্তি ক'রে তিনি জীবনানন্দ'কে খুব জ্বালাচ্ছিলেন। তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্য সম্ভব-অসম্ভব বাস্তব-অবাস্তব সব চেষ্টা করে দেখেছেন তিনি, সফল হন নি। কেউ এক জন খানিক বিশ্বস্ত হয়ে পড়লেই তাঁর জন্য সস্তায় একটা আস্তানা জুটিয়ে দিতে বলতেন তাঁকে; নিজেও কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে খোঁজ-খবর করতেন, বিজ্ঞাপনের কাটিং জমিয়ে রাখতেন; বোনকে তাতিয়ে তুলে এক খণ্ড জমির খোঁজ করতে পুটিয়ারি থেকে হাবড়া কলোনি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন; কাজের কাজ কিছু হয় নি]।

পৃ. ৭: ১১.২.৫৪ : করণীয় কর্মের তালিকা - দেখা করবেন অথবা চিঠি লিখবেন অথবা ফোন করবেন: জিতু দাশগুপ্ত (প্রাইভেট টিউটর, সতীর্থ); কসবার টিউশানিটার এবং অন্যান্য টিউশানির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়া, বিশেষত মাইনের দিকটা নিয়ে; অমিয় সেনগুপ্ত এবং সুকোমল বসু (অমিয় সেন খ্রি. ১৯৪৫ সিটি কলেজ এর অধ্যক্ষ হন, সিটি কলেজ-গোষ্ঠীর রেক্টর হয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়'এর সেনেট-সিন্ডিকেট অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল'এর দাপুটে সদস্য ছিলেন, বরিশাল এর মানুষ, সুকোমল বসু ছিলেন কবি এবং শিশুসাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথ এর প্রিয়পাত্র, *অগ্রগতি* পত্রিকাটা সম্পাদনা করতেন; দু' জন'এর ভিতরে একটা সংযোগ নিশ্চয়ই ছিল); দিলীপকুমার গুপ্ত; পুটু দাশগুপ্ত (খুড়তুতো বোন জ্যোৎস্না দাশগুপ্ত'র ইঞ্জিনিয়ার স্বামী—এক টুকরো জমি খুঁজছিলেন, সেই সংসর্গে); হাবড়া কলোনি (সেই জমি খুঁজবার ব্যাপার); ডাক্তার সরোজ দাস (চিকিৎসক রোগ-শোক বিষয়ে); তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস (প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক; সে-সময়ের কংগ্রেসি আমলে সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমতাশালীও বটেন)।

করবেন: গড়িয়াহাট এলাকায় নির্বিঘ্নে লেখার পড়াশোনার জন্য যে-ঘরটি ভাড়া নেবেন, তার জন্য আগাম ভাড়াটা দিয়ে দেবেন; ব্যাঙ্কে গিয়ে নোট ভাঙানো; ভেবুল (ছোটোভাই), খুকি (বোন), হুমায়ুন কবির—এঁদের চিঠি লেখা; কবিতা লেখা, অথবা পুরোনো কবিতা পরিমার্জন করা; শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকা পুনর্মার্জনা এবং ফেয়ার কপি; তা-ই করা অপরাপর ইংরেজি ও বাংলা লেখা নিয়ে; দেশ'এর, দোল সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্য লেখা বাছাই; ঘরের ভিতর ঘর বানাতে ক্যানভাস দিয়ে পার্টিশান দেওয়া, তাঁর ল্যান্সডাউন রোড এর বাসাবাড়ি থেকে উপভাড়াটে মহিলাকে না তুলতে পেরে শান্তিতে লেখাপড়া করার সুযোগ তৈরি করে নিতে ভাই-বোন-নিজের অর্থ-সামর্থ্যে গড়িয়াহাটা'য় একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন, ব্যবহার করতে পারেন নি যদিও, সেই ঘরটায়; চিকিৎসার সুবিধের জন্য রক্ত-মূত্র পরীক্ষা।

কিনবেন: ভাইটেক্স (ওষুধ); ছেলে রঞ্জু'র জন্য ডিম ও ফল; জুতো; মনিহারি জিনিসপত্র; বই রাখবার জন্য একটা র‍্যাক অথবা আলমারি; বাক্স; চশমা।

যাবেন: দাঁত দেখাতে সুবোধ সেন (দাঁতের ডাক্তার)।

পৃ. ৯ : (তারিখ অনির্দিষ্ট) করণীয় কর্মের তালিকা - বকেয়া কাজগুলি; এবং, দেখা করবেন অথবা চিঠি লিখবেন অথবা ফোন করবেন: প্রবোধকুমার সান্যাল (প্রখ্যাত সাহিত্যিক); সুবোধ রায় (শেষ ক' বছরের সদাশয় ভালো সাধারণ মানুষ এক জন পাড়ার বন্ধু); নরেশ গুহ (বিখ্যাত অধ্যাপক ও কবি); নির্মল চক্রবর্তী (অধ্যাপক, সিটি কলেজ); রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়।